Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

হিংসা ও বিদ্বেষ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহিয়া তাবাসসুম তুলি

রোলঃ 23100120201

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

হিংসা ও বিদ্বেষ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহিয়া তাবাসসুম তুলি

রোলঃ 23100120201

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " হিংসা ও বিদ্বেষ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাহিয়া তাবাসসুম তুলিতাহিয়া তাবাসসুম তুলি, আইডিঃ 23100120201 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " হিংসা ও বিদ্বেষ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Jahia

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

(স্বাক্ষর)

তাহিয়া তাবাসসুম তুলি

আইডিঃ 23100120201

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.....5

হিংসার মূল বৈশিষ্ট্য-.....6

হিংসার ও বিদ্বেষের সূত্রপাত.....7

হিংসার তিন স্তর.....9

হিংসার ও বিদ্বেষ এর কারণ দুটি.....10

ঈর্ষা করা বৈধ.....11

হিংসার ক্ষতি.....13

হিংসার আবশ্যিক ফল.....19

হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে বাঁচার উপায়.....20

ভূমিকা

ভালোর প্রতি আগ্রহ ও টান,
মন্দের প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা মানুষের স্বভাবজাত।কিন্তু মানুষ কখনো উলটা পথে চলে মন্দের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে মন্দের পেছনে ছোটে। ভালোর প্রতি অনীহা প্রদর্শন করে ভালো থেকে দূরে থাকে। কিন্তু এটা মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ - তার সফলতার পথও নয়। স্বভাববিরুদ্ধ নিজের অকল্যাণের পথ থেকে - ফেরাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার বান্দাদের উৎসাহিত করেছেন। পুরস্কার ও পরিণাম তুলে ধরেছেন।

এ অবস্থার কেন্দ্র সেহেতু নফস ও আত্মা তাই আল্লাহ তাআলা এ নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছেন। ভালো পথে পরিচালিত করতে বলেছেন, মন্দ পথ থেকে ফেরাতে বলেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন।

قَدْ أَفْلَحَ من زكاها، وَقَدْ خاب من دسها

অবশ্যই সে সফল হয়েছে, যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তা বিনষ্ট করেছে(সুরা শামস ৯-১০)
আল্লাহ্ তায়ালা আরও এরশাদ করেন -

قد افلح من تزكي

নিশ্চয় সফল হয়েছে সে, যে পরিশুদ্ধ হয়েছে। (সূরা আলা-১৪)।

যেসকল মন্দ চরিত্র ও স্বভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হল হাসাদ হিংসা এবং বিদ্বেষ।

হিংসা হলো অন্যের সুখ, সম্পদ, যোগ্যতা বাং সাফল্য দেখে মনে কষ্ট পাওয়া এবং সেই ভালো জিনিসটি তার কাছ থেকে হারিনে যাক বা ধ্বংস হয়ে সাক-এমন কামনা করা।

হিংসার মূল বৈশিষ্ট্য-

1. অসন্তুষ্টি: অন্যের সাফল্য সহ্য করতে না পারা

২. ধ্বংস কামনা করা: অন্যের ভালো কিছু দেখে নষ্ট হয়ে যাক এমন ইচ্ছা

3. মানসিক সন্ত্রণা: অন্যের উন্নতি দেখে নিজের মনে কষ্ট বা দুঃখ অনুভব করা।

4.বৈরিতা: : মনে মনে শত্রুতা পোষণ করা।

হিংসার পথ ধরেই আমাদের মনে আরেকটি রোগ জন্ম নেয়। একে আমরা বিদ্বেষ বলি।খুব সহজ ভাষায় বিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছেন হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রাহ.। তিনি বলেছেন, স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে নিজের অন্তরে কারও প্রতি অশুভ কামনা পোষণ করা আর তাকে কষ্ট দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হচ্ছে বিদ্বেষ। অর্থাৎ কারও সম্পর্কে এমন কামনা করা-সে কষ্টে পড়–ক, তার ক্ষতি হোক, তার ব্যবসায় লোকসান হোক ইত্যাদি; এর সঙ্গে তাকে কষ্ট দেয়া এবং ক্ষতি করার তৎপরতা চালানো। আর যদি ওই ব্যক্তি কোনো বিপদে পড়ে, তার কোনো ক্ষতি হয় তাহলে আনন্দিত বোধ করা।

হিংসার ও বিদ্বেষের সূত্রপাত

মানবেতিহাসের শুরুর দিককার কথা। পৃথিবীতে মানব পরিবার বলতে তখনো কেবলই হযরত আদম আলাইহিস সালামের পরিবার। হযরত হাওয়া রা.-এর সঙ্গে তাঁর সংসার। তাঁদের সন্তান জন্ম নিত জোড়ায় জোড়ায় এক ছেলে এক মেয়ে। তাদের জন্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ম ছিল এমনÑজমজ ভাইবোন পরস্পর বিয়ে করতে পারবে না। যাদের জন্ম আগে-পরে, তারা একে অন্যকে বিয়ে করতে পারবে। হযরত আদম আলাইহিস সালামের দুই ছেলের নাম ছিল হাবীল ও কাবীল। কাবীলের সঙ্গে যে বোনের জন্ম হয় সে ছিল অধিক সুশ্রী। তাই নিয়ম ভেঙ্গে কাবীল তাকেই বিয়ে করতে চায়। আর নিয়ম টিকিয়ে তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী ছিল হাবীলও। দ্বন্দ্ব নিরসনে তাদেরকে কুরবানী করতে বলা হল। যার কুরবানী কবুল হবে সে-ই তার উক্ত বোনকে বিয়ে করতে পারবে। এর পরের কাহিনী পবিত্র কুরআনের ভাষায়

اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ اِنِّيْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ...

যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল, কিন্তু তাদের একজনের পক্ষ থেকে তা কবুল করা হল এবং অপরজনের পক্ষ থেকে কবুল করা হয়নি। সে বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। অপরজন বলল, আল্লাহ তো মুত্তাকীদের থেকেই কবুল করে থাকেন। তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্যে আমার দিকে তোমার হাত বাড়িয়ে দাও, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তোমার দিকে আমার হাত বাড়াব না। আমি অবশ্যই বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহকে ভয় করি। অবশ্যই আমি চাই, তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ বহন কর, এরপর তুমি দোজখিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আর এটাই জালেমদের শাস্তি। অবশেষে তার মন তাকে ভাই-হত্যার বিষয়ে প্ররোচিত করল, এরপর সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। সূরা মায়িদা (৫) : ২৭-৩০

পবিত্র কুরআনের বর্ণনানুসারে, এই হচ্ছে পৃথিবীতে সংঘটিত প্রথম হত্যাকা-। পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম অপরাধ। প্রথম এই হত্যাকা-ের পেছনের কারণও আমরা উপরোক্ত

আয়াতসমূহে দেখতে পাই, ‘তোমার কুরবানী কবুল হয়েছে আর আমারটি হয়নি’,এই চিন্তা থেকেই কাবীলের মনে হিংসা জমাট বাঁধতে থাকে আর এর পরিণতিতেই সে তার ভাই হাবীলকে হত্যা করে। যে হিংসা মানুষকে দিয়ে পৃথিবীতে পাপের সূচনা করাল, সে-ই হিংসা জগতে আরও কত শত-সহস্র অনিষ্ট ঘটিয়েছে তার হিসাব কে জানে!

ইতিহাসের আরও পেছনের পাতায় আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ইবলিসের যে ঔদ্ধত্য ও অহংকারের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, উল্লেখিত হয়েছে তার অভিশপ্ত হওয়ার কথা, তার মূলেও তো একই হিংসা। কুরআনের ভাষায়Ñ

قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ

সে বলল, দেখুন তো, এই কি সেই সৃষ্টি, যাকে আপনি আমার ওপর মর্যাদা দান করেছেন? সূরা ইসরা (১৭) : ৬২

ফলাফল তো এই আকাশের প্রথম অপরাধ আর জমিনের প্রথম অপরাধ সবটার মূলেই এই হিংসা। এর জঘন্যতা তাই আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রশ্ন হল, হিংসা কী?

হিংসা হচ্ছে অন্যের ভালো কোনো কিছু দেখে তা ধ্বংস হওয়া বা হারিয়ে যাওয়ার কামনা করা। কেউ ভালো পথে চলতে থাকলে কিংবা ভালো কোনো কাজ করতে গেলে সেখান থেকে সে ফিরে আসা, বাধাগ্রস্ত হওয়া কিংবা ব্যর্থ হওয়ার কামনা করা। এগুলোই হিংসা। এসব হচ্ছে হিংসার প্রথম ধাপ। এর একটা পর্যায় অবশ্য মানুষের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। অনেকটাই সৃষ্টিগত ও স্বভাবজাত। আল্লাহ তাআলা তো বলেই দিয়েছেন

وَ اُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ

মানুষকে কৃপণতাপ্রবণ করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সূরা নিসা (৪) : ১২৮

এ কৃপণতার প্রভাবে মানুষ যেমন অন্য কাউকে নিজের সম্পদ দিতে চায় না, ঠিক এ কার্পণ্যের কারণেই 'অন্য কেউ ভালো অবস্থায় থাকুক,এটা সে মেনে নিতে চায় না। মানুষের একটি স্বাভাবিক স্বভাব হচ্ছে, সে অবচেতনভাবেই কামনা করে,সকল ভালো জিনিস তার কাছে এসে একত্রিত হোক, যাবতীয় অর্থ সম্মান প্রভাব-প্রতিপত্তি তার হাতে চলে আসুক ইত্যাদি। এ কামনার জন্যেই তো তার চাহিদা সবসময় ঊর্ধ্বমুখী। চাওয়া শেষ হয় না কখনো। এক চাহিদা পূর্ণ হল তো আরেক চাহিদা এসে হাজির। এক লক্ষ্য অর্জিত হল তো আরেক লক্ষ্যের পেছনে অবিরাম ছুটে চলা। এটা স্বাভাবিকতা। এখান থেকেই জন্ম নিয়ে থাকে হিংসা ,এ সম্মান কিংবা এ পদ অথবা এত এত অর্থ আমার কাছে না এসে তার কাছে কেন? তা আমার কাছে চলে আসুক। তা যদি না হয় কমপক্ষে তার কাছ থেকে হারিয়ে যাক। এটাই হিংসা।

হিংসার তিন স্তর

হিংসার স্তর তিনটি। মনে এই খেয়াল জাগ্রত হওয়া যে, অমুক নেয়ামত আমারও অর্জিত হোক। এখন যদি তা অপর জনের নিকট থাকাবস্থায় অর্জিত হওয়ার কল্পনা হয়, তাহলে তো ভাল এবং এটা ঈর্ষা। তারটা ধ্বংস হোক এবং আমার অর্জিত হোক, এরূপ কল্পনা মনে আসলে এটা হিংসার প্রথম স্তর।

হিংসার দ্বিতীয় স্তর হল, যে নেয়ামত তার অর্জিত হয়েছে সেটা ধ্বংস হোক তারপর আমার অর্জিত হোক। অর্থাৎ প্রথম পদক্ষেপে অন্যেরটা ধ্বংস
হওয়ার কামনা করা এবং দ্বিতীয় পদক্ষেপে সেটা নিজের অর্জিত হওয়ার কামনা করা; এটা হিংসার দ্বিতীয় স্তর।

হিংসার তৃতীয় স্তর হল, মনে এই আকাঙ্খা অগ্রত হওয়া যে, কিভাবে তার এ সকল নেয়ামত ধ্বংস হতে পারে এবং এই নেয়ামতের কারণে সে যে অবস্থানে পৌঁছেছে, তার সে অবস্থান কিভাবে নষ্ট হতে পারে তার পরিকল্পনা করা। পরবর্তীতে সে নেয়ামত হিংসাকারীর অর্জিত হোক চাই না হোক। এটা হল হিংসার সর্বনিম্ন, সবচেয়ে নিকৃষ্টতম

এবং সবচেয়ে নোংরা স্তর। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

হিংসার ও বিদ্বেষ এর কারণ দুটি

হিংসা নামক এই আত্মিক ব্যাধির কারণ কি হতে পারে? এবং এই রোগটি মানুষের মনে কেন সৃষ্টি হয়ে থাকে? এর দু'টি কারণ। প্রথম কারণ- পার্থিব ধন-সম্পদের মহাব্বত ও ভালবাসা এবং নেতৃত্বের মোহ। কেননা মানুষ সর্বদাই এটা চায় যে, আমার অবস্থান এবং মর্যাদা সকলের উপরে এবং উর্দ্ধে থাকুক। এখন তার থেকে যদি অন্য কেউ অগ্রগামী হয়ে যায়, তখনি সে প্রতিপক্ষকে নীচে ফেলার চেষ্টা করে। এই হল হিংসার এক কারণ।

হিংসার দ্বিতীয় কারণ হলো 'বিদ্বেষ' ও 'শত্রুতা'। কারো প্রতি মনে বিদ্বেষ এবং শত্রতা সৃষ্টি হয়ে গেলে তার আরাম-আয়েশ ও সুখ-ভোগ দেখলে মনে কষ্ট লাগে। তার উন্নতি-অগ্রগতি দেখলে দুঃখ লাগে। সুতরাং কারো মনে এই দু'টি বস্তু সৃষ্টি হলে নির্ঘাৎ হিংসা জন্ম নিবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্বেষের মূলে থাকে ক্রোধ ও ক্ষোভ। কেউ কাউকে কষ্ট দিলে যদি সঙ্গে সঙ্গে সে ওই কষ্টের প্রতিবিধান করতে পারে, প্রতিশোধ নিয়ে নিতে পারে তাহলে মনে আর ক্ষোভ থাকে না। কিন্তু আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে যদি কোনো কারণে কেউ প্রতিশোধ নিতে না পারে, তাহলে অন্যায়কারীর প্রতি মনে ক্ষোভ জন্ম নেয়। হতে পারে সে বয়সে বড়, কিংবা তার ক্ষমতা অনেক বেশি, অথবা সমাজের চোখে সে এতটাই মর্যাদাবান যে, আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে কিছুই করতে পারবে না। এমন পরিস্থিতিতে কারও কাছে বিচারও প্রার্থনা করা যায় না, আবার প্রতিশোধও নেয়া যায় না। এভাবে যখন মনে ক্ষোভ জন্ম নেয়, আর এ ক্ষোভ নিরসনের কোনো পথ সামনে থাকে না, তখনই ধীরে ধীরে এ ক্ষোভ বিদ্বেষে রূপ নেয়। নিজে প্রতিশোধ নিতে না পারায় এখন কামনা করে-তার যদি কোনো ক্ষতি হতো। পাশাপাশি এ অপেক্ষায়ও থাকে-যদি কখনো সুযোগ হয় তাহলে তাকে আমি দেখে নেব! আমাকে সে আর কতটুকু ভুগিয়েছে, আমি তাকে এর

দশগুণ ভোগাব! এরই নাম বিদ্বেষ। এর অবধারিত ফল-যখনই সে সুযোগ পাবে, তাকে কষ্ট দেবে। পারলে হাতে কষ্ট দেবে, তা না পারলে মুখে কষ্ট দেবে। সুযোগ পেলেই তার গীবত করবে, নিন্দা-সমালোচনা করবে। এটাই হচ্ছে বিদ্বেষের কুফল। সুযোগ পেলে সে যদি নিজের আঘাত পরিমাণ কষ্ট দিত তাহলে একটা কথা ছিল। এতটুকু প্রতিশোধ নেয়া বৈধ- সন্দেহ নেই। কিন্তু দীর্ঘদিনের চাপা ক্ষোভ আর বিদ্বেষের ফলে কখনো সুযোগ পেয়ে সে যদি আঘাতপ্রাপ্ত থাকার পরিবর্তে আঘাতকারী হয়ে পড়ে, যতটুকু অপরাধ তার সঙ্গে করা হয়েছিল সে যদি প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ওই মাত্রা ছাড়িয়ে যায় বহুগুণে, তাহলে এটা নিশ্চিত অপরাধ।

ঈর্ষা করা বৈধ

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কখনও আমাদের এমনও হয় যে, অন্য কারো একটি বস্তু অর্জিত হতে দেখে আমরা মনে মনে এই আকাঙ্খা পোষণ করি যে, যদি এ বস্তুটি আমারও অর্জিত হত, তাহলে কতই না ভাল হত! এটা হাসাদ বা হিংসা নয়, বরং এটা ঈর্ষা। উর্দু ভাষায় একে বলে 'রিক' আর আরবীতে বলে 'গিবতাহ'। আর অনেক সময় আরবীতে 'গিবতাহ্'র স্থলে 'হাসাদ' (হিংসা) শব্দটিও ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মূলত: তখন সেটা হাসাদ বা হিংসার অর্থে ব্যবহৃত হবে না।

যথা কারো ভাল একটি বাড়ী দেখে এই আকাঙ্খা মনে জাগ্রত হল যে, তার বাড়ীটির ন্যায় একটি বাড়ী আমার হলেও ভাল হত! কিংবা এরূপ আকাঙ্খা হল যে, তার ন্যায় আমার চাকুরী জুটে গেলে ভাল হত! কিংবা এরূপ আকাঙ্খা হল, আল্লাহ তা'আলা তাকে যেরূপ জ্ঞান-গরিমার অধিকারী করেছেন, এরূপ আমাকেও যদি করতেন! এসব হিংসার পর্যায়ে পড়ে না, বরং এগুলো ঈর্ষা। এরূপ আকাঙ্খা প্রকাশ করাতে কোন ক্ষতি বা গোনাহ নেই। কিন্তু যখনি অন্যের অর্জিত বস্তু নষ্ট হওয়া বা ধ্বংস হওয়ার আকাঙ্খা মনে জাগ্রত হবে, তখনি সেটা হাসাদ বা হিংসার পর্যায়ে চলে যাবে।

দ্বীনের ক্ষেত্রে ঈর্ষা দোষণীয় কিছু তো নয়ই, বরং ক্ষেত্রবিশেষে প্রশংসনীয়ও। ঈর্ষা অনেক সময় আমলের আগ্রহ সৃষ্টি করে। নেক কাজে উদ্বুদ্ধ করে। ভালো কাজে ও

কল্যাণকর ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। মুমিন বান্দা যখন কাউকে বারবার হজ্ব-উমরা পালন করতে দেখে কিংবা অল্প বয়সে কাউকে বায়তুল্লাহ যিয়ারতের সৌভাগ্য হাসিল করতে দেখে, সে তখন আবেগে আপ্লুত হয়, তার মনে ঈর্ষা জন্ম নেয় এ সৌভাগ্য যদি আমারও হাসিল হতো! এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

لاَ حَسَدَ إِلاَ عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللّيْلِ وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يَتَصَدّقُ بِهِ آنَاءَ اللّيْلِ وَالنّهَار.

হিংসা (অর্থাৎ ঈর্ষা) কেবল দুই ব্যক্তিকেই করা যায় আল্লাহ যাকে কুরআন হিফ্জ করিয়েছেন আর সে রাতের বিভিন্ন প্রহরে নামাযে দাঁড়িয়ে তা তিলাওয়াত করে, আর যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা দিনে-রাতে দান করে। সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৫

কিন্তু দুনিয়ার ধন-সম্পদ, নাম-যশের কারণে অন্যের প্রতি ঈর্ষা করা যে, অমুকের নিকট এত অধিক সম্পদ রয়েছে। অমুকের নিকট এই পরিমাণ অর্থ রয়েছে। অমুকের যশ-খ্যাতি এত বেশী। দুনিয়ার ক্ষেত্রে এ জাতীয় ঈর্ষা করাও ভাল নয়। কারণ এসব বিষয়ে অধিক ঈর্ষা করতে যেয়ে শেষমেষ লোভ সৃষ্টি হবে এবং এক পর্যায়ে লোভ থেকে হাসাদ বা হিংসা সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নয়। সুতরাং ঈর্ষার প্রতিও মন বেশী ধাবিত করা ঠিক নয়।

হিংসার ক্ষতি

হিংসা দ্বারা না হিংসুকের রিজিক বাড়ে আর না যার প্রতি হিংসা করা হয় তার রিজিক কমে। অধিকন্তু এতে হিংসুকের জন্য রয়েছে সমূহ ক্ষতি।

যেমন-

1. *হিংসা অভিশপ্ত ইহুদি জাতির স্বভাব*

- পবিত্র কুরআনের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে বনী ইসরাঈল তথা ইহুদি খ্রিষ্টানদের আলোচনা। জাতি হিসেবে তাদের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ। তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দান করেছিলেন অজস্র বড় বড় নিয়ামত। আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম এর পবিত্র কাফেলার প্রায় সকলেই ছিলেন বনী ইসরাঈলের গোত্রভুক্ত।

তাদেরকে দেয়া হয়েছিল আসমানী অনেক কিতাব। কিন্তু এতকিছু পেয়ে ও তারা শোকর গুজার ছিল না। ছিল না আল্লাহ তায়ালার হুকুমের পূর্ণ অনুগত তাঁর বিধান তারা লঙ্ঘন করেছে। আসমানি কিতাব এ হয়তো বিকৃতি ঘটিয়েছে কিংবা তার উপর আমল করা ছেড়ে দিয়েছে। নবীদেরকে নানা ভাবে কষ্ট দিয়েছে। এমনকি তাদের হাতে প্রাণও গিয়েছে অনেক নবীর।
পরিণামে তারা আমাদের কাছে অভিশপ্ত এবং আল্লাহর গজবে নিপতিত জাতি হিসেবে আলোচিত।
তাদের কিতাবসমূহে শেষ নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা, তাঁর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের কথা ছিল। যখন নবীজি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা পাঠালেন শেষ নবী হিসেবে, তখন তারা তাঁকে চিনতেও পারলো সে চেনাও কেমন? পবিত্র কুরআনের কর্ণনা অনুসারে নিজের ছেলে সন্তানকে মানুষ যতটুকু শক্তির সঙ্গে চেনে, তাদের চেনা ছিল আর ও গভীর, আরও শক্তিমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেবলই ইসরাঈলী না হওয়ার কারণে তারা তাঁর নবুওত মেনে নিতে অস্বীকার করে। উপরন্তু যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষ নবী হিসেবে

মেনে নিয়েছে, তারা যেন এ সঠিক ও সরল পথ ছেড়ে আগের ভ্রান্ত ও বাঁকা পথে ফিরে যায় সে কামনা করত। এর মূলে ছিলে কেবলই হিংসা; সঠিক দ্বীন আমরা মানি না তারা মানবে কেন? পবিত্র কুরআনের ভাষায়,

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ

আহলে কিতাবদের অনেকেই তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পরও হিংসাবশত কামনা করে, তোমাদের ঈমান আর আনার পরও তারা যদি তোমাদের কাফের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারতো!

(সূরা বাকারাহ ১০৯)

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ
যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রয় করছে তা কত জঘন্য (তা এই যে), সে, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা তারা অস্বীকার করেছে এই জিদের বশবর্তী হয়ে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উপর তাঁর অনুগ্রহ নাযিল করেছেন। সুতরাং তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের অধিকারী হলো। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।

(সূরা বাকারাহ ৯০)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা

বলেন-

الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। আর সাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের নিকট ভান আসার পরই তারা মতানৈক্য করেছে, পরস্পর বিদ্বেষবশত। আর যে ব্যক্তি

আল্লাহ্ তায়ালা এর আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করে, নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত। (সূরা আল ইমরান ১৯)

২. *হিংসা অন্তর্জগতে অস্থিরতা সৃষ্টি করে*

- হিংসুকের অন্তর আমরণ অস্থিরতায় ভোগে। কারণ হিংসা আগুন। হিংসুক যখন অন্যের উন্নতি সহ্য করতে পারে না, হিংসার আগুনে নিজেই জ্বলে মরে। যাকে এগিয়ে যেতে দেখে কেউ হিংসা করছে, সে তো এগিয়েই যায়। হিংসা তার চলার গতি রোধ করতে পারে না

কারও মনে সৃষ্ট হিংসা যদি অন্য কারও নিআমতকে বিনাশ করতে পারতো তাহলে তো জগতের কেউই ভালো কিছু হাসিল করতে পারতো না। দাঁড়াতে পারত না কারও সম্মান প্রতিপত্তি সুনাম যশ খ্যাতি সুসন্তান অর্থ বিদ্যাবুদ্ধী দ্বীনদারী পরহেজগারী কিছুই। কথায় বলে না শকুনের দোআয় গরু মরে না! হিংসাকে অগ্রাহ্য করে যখন প্রতিনিয়ত কেউ এগিয়ে চলে তখন বাড়তে থাকে হিংসার আগুন। সে আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হতে থাকে হিংসুকের অন্তর।

৩. *হিংসা নেকি ধ্বংস করে:*

কথা হল, হিংসার আগুন কি শুধু অন্তরকেই জ্বালায়?

নবীজি সাঙ্গাল্লাহ আলাইহি সালাম এর হাদিস থেকে আমরা এর উত্তর পাই,

"إِيّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النّارُ الْحَطَبَ أَوْ قَالَ الْعُشْب.َ

তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থেকো। কারণ হিংসা নেক আমলসমূহকে গ্রাস করে নায়, যেভাবে আগুন গ্রাস করে লাকড়ি (অথবা ঘাস) (সুনানে আবু দাউদ ৪৯০৫)

শুকনো ঘাস আর লাকড়ি যেমন আগুন এর সামনে অসহায় , হিংসার আগুনের সামনে মানুষের নেক আমল ও তেমনি অসহায়। হিংসার আগুন গ্রাস করে নেয় ব্যক্তির যাবতীয়

নেক আমল। নবীজি সাল্লাল্লাহ আলাইহিওয়াসাল্লাম আরেক হাদিসে হিংসাকে তুলনা করেছেন পানির সঙ্গে। দুই হাদিসের দুই উপমা বাহ্যত বিপরীতমুখী মনে হলেও এ বিবেচনায় তো অবশ্যই এক। আগুন যেমন লাকড়ি ও ঘাসকে জ্বালিয়ে শেষ করে দেয়, পানিও তেমনি আগুনকে নিভিয়ে দেয় মুহূর্তেই। আগুনের সামনে লাকড়ি আর ঘাসের প্রাচুর্য যেমন কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়, পানির সামনে ও আগুনের বিশালতা উল্লেখ করার মতো কিছু নয়। হাদিসের ভাষ্য এমন,

সন্দেহ নেই, হিংসা নেক আমলসমূহের নূর ও আলোকে নিভিয়ে দেয়। (সুনানে আবু দাউদ ৪৯০৬)

৪. *হিংসা বহু হারাম কাজের দরজা খুলে দেয়*

অন্তর যখন হিংসায় আক্রান্ত হয় হাত পা মুখ মাথা ইত্যাদি অঙ্গগুলাও এর থেকে রেহাই পায় না। মাথায় অন্যের ক্ষতিসাধনের চিন্তা চোখে দোষ খোঁজা মুখে দোষ চর্চা ও নিন্দা এবং হাত-পা ও মুখ দ্বারা জান, মাল ও ইজ্জত আব্রতে আঘাত করা যেন হিংসুকর এর যথারীতি অভ্যাসে পরিণত হয়। হায় এক হিংসা কত হারাম কাজের দরজা খুলে দেয়।

৫. *হিংসা ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্থ করে*

হিংসার সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো এটি ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে (কারণ ঈমানের দাবি হল, আল্লাহ তায়ালাকে রব বলে স্বীকার করা এবং তাঁর ফয়সালা ও বন্টনের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা। বান্দার এ অবস্থা যে তার ঈমানকে মারাত্মকরূপে ক্ষতিগ্রস্ত করে তা বলাই বাহুল্য। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

"وَلَا يَجتَمِعُ فِي جَوفِ عَبْدٍ الإِيْمَانُ وَالحَسَد"ُ

কারো অন্তরে ঈমান ও হিংসা একত্র হতে পারে না। (সহীহ ইবনে হিব্বান ৪৬০৬)

৬. বিদ্বেষ পোষণকারী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হয়।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِنّ اللهَ لَيَطّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ .

অর্ধ শাবানের রাতে (অর্থাৎ শবে বরাতে) আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল সৃষ্টিকেই ক্ষমা করে দেন। তবে তিনি মুশরিক ও বিদ্বেষপোষণকারীকে ক্ষমা করেন না। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩৯০

এই হাদীসে দুটি বিষয় লক্ষণীয় : এক. আল্লাহ তাআলা শবে বরাতে যখন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন, তাঁর সকল সৃষ্টিই যখন সেই ক্ষমা লাভে ধন্য হয়, তখনো বিদ্বেষপোষণকারী কেউ এ ক্ষমা পাবে না। দুই. বিদ্বেষপোষণকারীকে এ হাদীসে মুশরিকের সহযাত্রী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুশরিককে যেমন ওই রাতে ক্ষমা করা হয় না, তেমনি বিদ্বেষপোষণকারীকেও ক্ষমা করা হয় না। মুশরিক তো সে-ই, যে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে শিরক করে। আর শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় কবিরা গোনাহ। শিরক করার পর তওবা না করে যে মারা যাবে তার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা খুবই স্পষ্ট-

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا

নিশ্চয় আল্লাহ তার সঙ্গে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না, এছাড়া অন্য কিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। আর যদি কেউ আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে তাহলে সে তো এক মহাপাপে জড়িয়ে পড়ল। -সূরা নিসা (৪) : ৪৮

এই হচ্ছে শিরক আর মুশরিকের পরিচয়। এ মুশরিকের সঙ্গে যখন কাউকে জুড়ে দেয়া হয় তখন তার হতভাগ্য আর অশুভ পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন থাকে না। একদিকে সাধারণ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত, অপরদিকে মুশরিকের সহযাত্রী। বিদ্বেষকারীর গন্তব্য তাহলে কোথায়!

আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِى كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا
ارْكُوا هَذَيْنِ
حَتَّى يَصْطَلِحَا

প্রতি বৃহস্পতিবার ও সোমবার মানুষের আমল (আল্লাহ তাআলার সামনে) পেশ করা হয়। তখন আল্লাহ এমন সকল মানুষকে ক্ষমা করে দেন, যে তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করে না। তবে এমন দুজনকে তিনি ক্ষমা করেন না, যাদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়-তাদের দুজনকে দেখো, তারা একে অন্যের সঙ্গে মিলে যায় কি না। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৬৫

এই তো বিদ্বেষ! এই বিদ্বেষ বান্দার আমল কবুল হওয়ার পথে এক শক্ত দেয়াল। প্রতি সপ্তাহে দুদিন যখন বান্দার যাবতীয় আমল আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়, আর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ঘোষিত হয় সাধারণ ক্ষমা, তখনো বিদ্বেষপোষণকারীরা

হিংসার আবশ্যিক ফল

হিংসার একটি আবশ্যক ফল হল এই যে, হিংসুক যার ক্ষেত্রে হিংসা করছে, সে যদি কখনও কোন বিপদ-আপদে পতিত হয় কিংবা কোন দুঃখ-কষ্টের শিকার হয়, তাহলে হিংসাকারী তার এই বিপদ-আপদ এবং দুঃখ-কষ্ট দেখে আনন্দিত ও পুলকিত হয়। আর যদি তার কোন উন্নতি হয় অথবা সে কোন ধন-সম্পদের অধিকারী হয়ে যায়, তাহলে হিংসাকারীর কষ্ট অনুভব হয়। আর অন্যের দুঃখ-কষ্টে আনন্দিত হওয়াকে আরবী ভাষায় 'শামাতত' বলে। এটাও হিংসার একটি প্রকার। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের একাধিক স্থানে এর খারাবী বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

অর্থঃ না কি আল্লাহ তা'আলা মানুষকে স্বীয় অনুগ্রহে যা কিছু দান করেছেন, তার প্রতি তারা হিংসা করে।

(সূরা নিসা, আয়াত: ৫৪)

হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে বাঁচার উপায়

"হিংসা ও বিদ্বেষ নিন্দনীয়, যে হিংসা ও বিদ্বেষ তিলে তিলে ধ্বংস করে দেয় আমাদের যাবতীয় অর্জন, আগুনের মতোই গ্রাস করে নেয় আমাদের নেক আমল, যা পানির মতো নিভিয়ে দেয় ঈমান ও আমলের নূর, কারও মনে যখন তা দেখা দেবে তখন তা প্রতিহত করার উপায় কী?

1.

প্রথমত অন্য সকল ক্ষেত্রের মতো এখানেও প্রিয় নবীজীর প্রিয় কথামালাই তো আমাদের জন্যে চূড়ান্ত নির্দেশনা। এক হাদীসে তিনি বলেছেন

دَبّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ: الحَسَدُ وَالبَغْضَاء...ُ

পূর্ববর্তী জাতিসমূহের রোগব্যাধি তোমাদের কাছেও এসে পৌঁছেছে। তা হল হিংসা-বিদ্বেষ। এটা মু-য়ে দেয়। আমি চুল মু-ানোর কথা বলছি না। বরং তা দ্বীনকে মু-য়ে দেয়। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, যতক্ষণ তোমরা ঈমান না আনবে ততক্ষণ জান্নাতে যেতে পারবে না। আর যতক্ষণ পরস্পরে ভালোবাসা সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ তোমাদের ঈমানও পূর্ণ হবে না। আমি তোমাদের বলে দিই কীসের মাধ্যমে তা অর্জিত হবে?

তোমরা তোমাদের মাঝে সালামের প্রসার ঘটাও

জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫১০

আরেকটি হাদীসে তাঁর নির্দেশনা এমনÑ

لاَ تَقَاطَعُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.

তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না, একে অন্যের পেছনে লেগে থেকো না, একে অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না। বরং তোমরা আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও, পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও। জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯৩৫

হাদীস দুটির বক্তব্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। হিংসা-বিদ্বেষ মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে, সৃষ্টি করে দূরত্ব ও শত্রুতা।

উল্লেখিত দ্বিতীয় হাদীসে যেমন এসবকে দূরে ঠেলে দিয়ে পরস্পর মিলেমিশে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ গঠনের নির্দেশনা রয়েছে, প্রথম হাদীসে তেমনি এ ভ্রাতৃত্ববোধকে জাগ্রত করা এবং সর্বদাই একে সজাগ ও সচেতন রাখার জন্যে
বেশি বেশি সালামের কথাও বলা হয়েছে
। **সালামের প্রচলন যখন বেশি হবে পারস্পরিক হৃদ্যতা ও ভালোবাসা তখন সৃষ্টি হবেই।** আর হৃদয় দিয়ে যখন কেউ কাউকে ভালোবাসতে পারবে, তখন আর তার ভালো কোনো কিছু দেখে সে কুণ্ঠিত হবে না, তার মনে হিংসা দানা বাঁধবে না, বন্ধুর ভালো জিনিসটির বিনাশ কামনা করবে না। তাই
কারও প্রতি যদি মনে হিংসা জন্ম নেয় বিশেষভাবে তার সঙ্গে যদি সালাম-কালাম বাড়িয়ে দেয়া যায়, মহব্বত সৃষ্টির লক্ষ্যে তাকে কিছু হাদিয়া দেয়া যায় তাহলে তা হিংসার ঘায়ে মলমের মতো কাজ করতে পারে

2.
"কারো প্রতি হিংসা অনুভব হওয়া মাত্রই দুটি কথা চিন্তা করা :

ক. এই হিংসা দ্বারা না আমার রিযিক বাড়বে আর না যার প্রতি হিংসা করছি তার রিযিক কমবে। উপরন্তু এর কারণে আমার ঈমান আমল ক্ষতিগ্রস্ত হবে, দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ হবে।

খ. আমার কল্যাণ-অকল্যাণ আমার চেয়ে আমার আল্লাহ্ই ভালো জানেন। সুতরাং আমার নসীবে তিনি যা দিয়েছেন তা-ই আমার জন্য কল্যাণকরা। তাতেই আমার তুষ্ট থাকা উচিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

عَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ عَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

হতে পারে, তোমরা একটি জিনিস অপছন্দ কর; অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং একটি জিনিস পছন্দ কর; অথচ তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। -সূরা বাকারা (২) : ২১৬

3. অর্থের প্রতি খেয়াল করে এই আয়াত তিলাওয়াত করা-

وَ لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ، لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، وَ سْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا.

তোমরা এমন জিনিসের বাসনা করো না, যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের একজনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষদের জন্য রয়েছে তাদের উপার্জনের অংশ আর নারীদের জন্য রয়েছে তাঁদের উপার্জনের অংশ। আর তোমরা আল্লাহর নিকট তাঁর দয়া প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত। -সূরা নিসা (৪) : ৩২

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বিদ্বেষ থেকে বাঁচার জন্য মুমিনদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনাটি ছিল এমন- হিজরি ষষ্ঠ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় দেড় হাজার সাহাবী সঙ্গে নিয়ে ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা নগরীর দিকে রওয়ানা হন। কিন্তু মক্কার উপকণ্ঠে হুদায়বিয়া নামক স্থানে তারা পৌঁছলে মক্কার মুশরিকরা তাদের বাধা দেয়। মুসলমানরা ছিলেন ইহরাম পরিহিত। ছিলেন মক্কার হারাম এলাকায়। কিন্তু কাফেররা সবরকম বিধান লঙ্ঘন করে মুসলমানদের পথ আটকে দেয়। শেষে তাদের সঙ্গে সন্ধি করে সেখান থেকেই ফিরে আসতে হয় মুসলমানদের। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তখন মুমিনদের উদ্দেশ্যে নাজিল করেন

-وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا .

তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বাধা দিয়েছিল- এ কারণে কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘন করতে প্ররোচিত না করে। -সূরা মায়িদা (৫)

4. আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের এবং যার প্রতি হিংসা অনুভব হয় তার জন্য কল্যাণের দুআ করা। সাথে সাথে হিংসা থেকে আরোগ্যের জন্যও দুআ করা।
মনকে হিংসামুক্ত রাখার জন্যে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দুআটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য

رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِى وَاغْسِلْ حَوْبَتِى وَأَجِبْ دَعْوَتِى وَثَبِّتْ حُجَّتِى وَاهْدِ قَلْبِى وَسَدِّدْ لِسَانِى وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِى.

প্রভু আমার! আপনি আমার তওবা কবুল করুন, আমার পাপরাশি ধুয়ে দিন, আমার ডাকে সাড়া দিন, আমার দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করুন, আমার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমার যবানকে সঠিক রাখুন আর আপনি আমার অন্তরের যাবতীয় কলুষতা দূর করে দিন। সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫১২

বিদ্বেষ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে একটি সুন্দর দুয়া শিখিয়েছেন । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন -

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ ***رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ***

আর যারা তাদের পরে আগমন করেছে, তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো অত্যন্ত দয়ালু, পরম স্নেহশীল

5. হিংসার চাহিদার বিপরীত কাজ করা। যেমন নিন্দার পরিবর্তে প্রশংসা করা। ক্ষতি না করে উপকার করা। দোষ না খুঁজে গুণ খোঁজা।যার প্রতি মনে বিদ্বেষ জন্ম নিয়েছে লোকসম্মুখে তার প্রশংসা করা। আল্লাহ তাআলার কাছে তার গোনাহ মাফের জন্যে,

তার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে দুআ করা। দুআ করা, দুনিয়া-আখেরাতে উভয় জাহানে সমূহ কল্যাণ যেন সে পেয়ে যায়।

যার প্রতি বিদ্বেষ, যে কষ্টের কারণে বিদ্বেষ, তা ক্ষমা করে দেওয়া, মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া। এ নিয়ত করা, আমি আজ তাকে ক্ষমা করে দিলাম- এ আশায় যে, এর বিনিময়ে কাল কিয়ামতের কঠিন বিপদের মুহূর্তে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ এর মূল্যায়ন করবেন- আমার বান্দা হয়ে আরেক বান্দাকে ক্ষমা করে দিল, আমিও এ বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। মহান আল্লাহ কী পরিষ্কার ভাষায় আমাদেরকে এ ক্ষমার দিকে আহ্বান করেছেন, লক্ষ করি-

وَ جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَ اَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۔

মন্দের বদলা অনুরূপ মন্দ। তবে যে ক্ষমা করে দেয় ও সংশোধনের চেষ্টা করে তার সওয়াব আল্লাহর যিম্মায় রয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি জালেমদেরকে পছন্দ করেন না। যারা নিজেদের ওপর জুলুম হওয়ার পর (সমপরিমাণে) বদলা নেয়, তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। অভিযোগ তো তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের ওপর জুলুম করে ও পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। এরূপ লোকদের জন্যে আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি। আর প্রকৃতপক্ষে যে ছবর অবলম্বন করে ও ক্ষমা প্রদর্শন করে- এটা বড় হিম্মতের কাজ। -সূরা শূরা (৪২) : ৪০-৪৩

সহীহ বুখারী শরীফের হাদীস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ে কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতেন না। যখন কেউ আল্লাহ তাআলার কোনো অধিকার লঙ্ঘন করত, আল্লাহ তাআলা যা কিছু সম্মানিত করেছেন সেই সম্মান যখন কেউ ক্ষুণ্ন করত তখনই কেবল তিনি প্রতিশোধ নিতেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৭৮৬

প্রতিশোধ আর ক্ষমার বিষয়ে এই হচ্ছে আমাদের জন্যে নির্দেশনা, আমাদের আদর্শ। এভাবে যদি কাউকে ক্ষমা করে দেয়া যায়, পাশাপাশি তার জন্যে মনে থাকে

কল্যাণকামনা আর দুআ, তাহলে মনের আকাশ থেকে বিদ্বেষের কালো মেঘ কেটে যাবেই। ক্ষোভ ও বিদ্বেষহীন জীবন তখন এনে দেবে এক নতুন স্বাদ, নতুন তৃপ্তি।

6.সর্বদা নিজ থেকে নিচু পর্যায়ের লোকদের প্রতি দৃষ্টি রাখবে

আমাদের সমাজে আজকাল এক শ্রেণীর মানুষের মাঝে অন্যের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে তথ্য-তালাশ করার খুব আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। যেমন অমুক ব্যক্তি এত অধিক সম্পদের অধিকারী কিভাবে হল? এত অর্থ তার কোথেকে আসল? এত বড় আলীশান বাড়ী সে কিভাবে তৈরী করল? কিভাবে
সে এত দামী কার ক্রয় করল? তার আর্থিক অবস্থা কেমন? এভাবে এক এক করে অন্যের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালায়। তারপর এক পর্যায়ে যখন ঐ ব্যক্তির এমন কোন বস্তু চোখে পড়ে, যা আকর্ষণীয় ও মনোহরী যা তার কাছে নেই, তখন তার মনে হিংসা সৃষ্টি হবে না তো হবে কি? এ জন্যেই এই মূল্যবান কথাটি সর্বদা স্মরণযোগ্য 'দুনিয়ার ব্যাপারে সর্বদা নিজ থেকে নিচু এবং নিম্ন পর্যায়ের লোকদের দেখ, আর দ্বীনের ব্যাপারে সর্বদা উচ্চ পর্যায়ের লোকদের দেখ'।

নবী আলাইহি সালাম বলেছেন
انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُم.

তোমাদের চেয়ে যে উপরের অবস্থানে আছে তার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে যে নিচের অবস্থানে আছে তার প্রতি দৃষ্টি দাও। তাহলে তোমাদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নিআমত ও অনুগ্রহকে তুচ্ছ মনে হবে না।
(জামে আত তিরমিযী ২৫১৩)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই নির্দেশনা অনুযায়ী যে চলে তার জীবন হয় কৃতজ্ঞতা ও সবরের, উদারতা ও মহানুভবতার। কিন্তু যখনই কেউ এই নির্দেশনাটি

অমান্য করে, সে বঞ্চিত হয় শোকর ও সবরের অমূল্য সম্পদ থেকে, আক্রান্ত হয় হিংসার মতো ভয়াবহ মরণব্যবিতে।

7. সর্বদা এটা মাথায় রাখবে যে ***কামনা-বাসনা কখনও শেষ হওয়ার নয়***

স্মরণ রাখতে হবে মানুষ পার্থিব উপকরণ একত্রিত করতে গিয়ে যতই এগিয়ে যাক, সে চূড়ান্ত সীমায় কখনও পৌঁছতে সক্ষম হবে না।

کار دنیا کسے تمام نہ کرو دنیا کا معاملہ کبھی پورا نہین ھوتا

এই পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী এবং সম্পদশালী ব্যক্তিটিকে গিয়ে বলে দেখুন, তোমার তো দুনিয়ার সকল কিছু অর্জিত হয়ে গেছে। সুতরাং তোমার আর কিছু চাওয়ার নেই। সে এটাই বলবে যে, এখনও তো আমার অনেক কিছুই বাকী। কারণ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পদশালী হওয়ার সত্ত্বেও সে চাচ্ছে তার সম্পদ আরো বৃদ্ধি হোক।

আরবী ভাষার অনেক বড় মাপের কবি মুতানাব্বী। তিনি এই দুনিয়ার একটি জ্ঞানগর্ব দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন:

وما قضى احد منها لبانته

ولا انتهى ارب الا الى ارب

অর্থাৎ এই দুনিয়ার ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত কারো উদর পূর্তি হয়নি, যখনি তুমি একটি বাসনা পূর্ণ করবে, এরপর আরেকটি বাসনা সৃষ্টি হবে। প্রতিটা বাসনাই আরেকটি বাসনা জন্ম দেয় এবং প্রতিটা প্রয়োজনই আরেকটা প্রয়োজন সৃষ্টি করে।

একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

»لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ«

অর্থঃ

"আদম সন্তানের যদি স্বর্ণভরা একটি উপত্যকা থাকে, তবে সে চাইবে যেন তার কাছে দুটি উপত্যকা থাকে। আর তার মুখ (লোভ/পেট) মাটি ছাড়া কিছুতেই ভরবে না। তবে যে তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।"

— Sahih al-Bukhari, হাদীস নং 6436

— Sahih Muslim, হাদীস নং 1048

৪.হিংসার আরেকটি প্রকার

আরো একটি বিষয় বুঝে নেয়া অত্যন্ত প্রয়োজন যে, হিংসার অপকারিতা সম্পর্কে অবগতি লাভের পর কখনও এই খেয়াল মনে আসতে পারে যে, এই রোগটিতো এমন, যা অনেক সময় অনিচ্ছায় মনে এসে যায়। বিশেষ করে সমবয়সী কিংবা সমপেশী বা সমপর্যায়ের কারো উন্নতি অগ্রগতি হতে দেখলে মনে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, সে তো আমাদের তুলনায় অগ্রগামী হয়ে গেল। তারপর অন্তরে ঐ ব্যক্তির প্রতি অনিচ্ছায় হিংসা এসে যায়। যার কোন ইচ্ছা বা ইরাদা সে করেনি এবং আন্তরিকভাবে এই ধারণাও তার ছিল না, বরং অনিচ্ছায় তা এসে গেছে। এখন এর থেকে কিভাবে বাঁচা যাবে? কোন্ পদ্ধতিতে বাঁচতে হবে?

খুব ভাল করে মনে রাখতে হবে, এক ধরনের হিংসাতো হল, অন্তরে এই ধারণা সৃষ্টি হওয়া যে, অমুকের ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাক এবং পাশাপাশি হিংসাকারী নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমেও প্রতিপক্ষের অমঙ্গল কামনা করে থাকে। যেমন কোন আলোচনার বৈঠকে বসে তার সমালোচনা করে, তার গীবত করে। ধন-সম্পদ বা যশ-খ্যাতির কারণে মানুষের মাঝে তার যে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে, তা যেন বিনষ্ট হয়ে যায়। অথবা এই চেষ্টা অব্যাহত রাখে যেন তার ধন-সম্পদ বা যশ-খ্যাতিই নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যায়।

এ ধরনের হিংসা সম্পূর্ণ হারাম। এটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় নেই।

কিন্তু কখনও এরূপ হয় যে, *অন্যের ধন-সম্পদ বা যশ-খ্যাতি অর্জিত হতে দেখে মনে কষ্ট লাগে এবং মনে এরূপ কল্পনা আসে যে, তাকে এসব কেন দেয়া হল? কিন্তু কথা, কাজ এবং অন্য যে কোনভাবে এই হিংসা অপর পর্যন্ত প্রকাশ করে না। আলোচনার কোন মজলিসে তার সমালোচনা, গীবত, দোষচর্চা তার অমঙ্গল কামনা ইত্যাদি কিছুই করে না এবং তার ধন-সম্পদ, যশ-খ্যাতি ছিনিয়ে নেয়ার মত কোন রকম চেষ্টা-তদবীরও করে না। শুধু মনে মনে এই কষ্ট অনুভূত হয় যে, এ সব তাকে কেন প্রদান করা হল?*

বাস্তবিকপক্ষে এটাও হিংসা এবং গোনাহ, তবে এটার চিকিৎসা খুবই সহজ এবং সামান্য চেষ্টাতেই এই গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব।

এ ধরনের হিংসার চিকিৎসা হল, *যখনই অন্যের ধন-সম্পদ দেখে মনে জ্বালা অনুভব হবে, সাথে সাথে অন্তরে এই কল্পনা করবে যে,*
এই হিংসা কতইনা জঘন্যতম এবং ঘৃণিত বস্তু। অন্যের নেয়ামত দেখে আমার মনে এরূপ যন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়া এটা কতই না খারাপ। এই চিন্তা করার পাশাপাশি এস্তেগফারও করবে। মনে করবে শয়তান আমাকে ধোকা দিচ্ছে এবং গোনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করছে। সুতরাং এটা অত্যন্ত দোষণীয় ও নিন্দনীয় কাজ।
অতএব হিংসার কল্পনা মনে আসার সাথে সাথে এভাবে তার অপকারিতা মনে আনয়ন করলে ইনশাআল্লাহ হিংসার গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে।

9. এক জান্নাতি সাহাবীর আমল

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে (মসজিদে নববীতে) উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমাদের নিকট এখন একজন জান্নাতী মানুষ আগমন করবে। (বর্ণনাকারী বলেন) অতপর একজন সাহাবী আগমন করলেন। তাঁর দাড়ি থেকে সদ্যকৃত অযুর পানির ফোটা ঝরে পড়ছিল। তিনি তার বাম হাতে জুতা নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন।

তার পরদিনও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অনুরূপ কথা বললেন এবং প্রথমদিনের মতো সেই সাহাবী আগমন করলেন।

যখন তৃতীয় দিন হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কথা আবার বললেন এবং যথারীতি সেই সাহাবী পূর্বের অবস্থায় আগমন করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আলোচনা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ রা. সেই সাহাবীর অনুগামী হলেন। তিনি তাকে বললেন, আমি আমার পিতার সাথে ঝগড়া করে শপথ করেছি, তিনদিন পর্যন্ত তার ঘরে যাব না। এই তিনদিন আমাকে যদি আপনার ঘরে থাকার সুযোগ করে দিতেন, তবে আমি সেখানে থাকতাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ,

থাকতে পার।

বর্ণনাকারী হযরত আনাস রা. বলেন, হযরত আবদুল্লাহ রা. বলতেন, তিনি তার সাথে সেখানে সেই তিন রাত অতিবাহিত করলেন। তিনি তাঁকে রাতে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড়তেও দেখলেন না। তবে তিনি যখন ঘুমাতেন, বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন তখন আল্লাহর যিকির করতেন। হযরত আবদুল্লাহ রা. বলেন, তার মুখ থেকে কিন্তু ভালো কথা ছাড়া কোনো মন্দ কথা শুনিনি। যখন তিনদিন অতিবাহিত হয়ে গেল এবং তার আমলকে সাধারণ ও মামুলি মনে করতে লাগলাম, তখন তাকে বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপনার সম্পর্কে তিনবার একথা বলতে শুনেছি যে, এখনই তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী মানুষ আগমন করবে। উক্ত তিনবারই আপনি আগমন করেছেন। তাই আমি ইচ্ছা করেছিলাম আপনি কী আমল করেন তা দেখতে আপনার নিকট থাকব। যাতে আমিও তা করতে পারি। আপনাকে তো বেশি আমল করতে দেখিনি। তাহলে কোন গুণ আপনাকে এই মহান মর্যাদায় উপনীত করেছে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন?

তিনি বললেন, তুমি যা দেখেছ, ঐ অতটুকুই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, যখন আমি ফিরে আসছিলাম তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। তারপর বললেন, আমার আমল বলতে ঐ অতটুকুই, যা তুমি দেখেছ। তবে আমি আমার অন্তরে কোনো মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি না এবং আল্লাহ তাআলা কাউকে কোনো নেয়ামত দান করলে সেজন্য তার প্রতি হিংসা রাখি না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, এ গুণই আপনাকে এত বড় মর্যাদায় উপনীত করেছে। আর সেটাই আমরা করতে পারি না।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১৯১৮; আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮/৭৪; আততারগীব ওয়াত তারহীব ৫/১৭৮
উক্ত হাদীসে আগন্তুক জান্নাতী সাহাবীর নাম অনুচ্চারিত হলেও তিনি হলেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা., যিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবীর একজন।

এই হাদীস থেকে আমাদের শিক্ষা হচ্ছে মুমিনদের করণীয় হলো : মুত্তাকী ও নেক্কার লোকদের আমল আগ্রহ ও মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করা এবং অনুসরণ-অনুকরণের নিমিত্তে সেই গুণ অর্জন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। প্রয়োজনে তাদের নিকট অবস্থান করে তাদের সান্নিধ্য গ্রহণ করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَٰلَمِينَ

(তরজমা) তারা ছিলেন এমন লোক যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন। সুতরাং তুমিও তাদের পথের অনুসরণ করো।-সূরা আনআম : ৯০

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. এই প্রেরণা থেকেই ঐ সাহাবীর নিকট অবস্থান করেছেন।

আরেকটা হচ্ছে জান্নাত লাভের অধিকারী নিষ্কলুষ আত্মার ফযীলত। আত্মশুদ্ধি করা, অন্তরকে পাক-পবিত্র রাখা এবং হিংসা-বিদ্বেষ ও অন্যান্য আত্মার ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখা হচ্ছে এমন একটি গুণ, যা মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতার শীর্ষ চূড়ায় নিয়ে যায়, তথা জান্নাত লাভের উপযোগী বানায়। কারণ, মানুষের অন্তর হল ঈমান-ইখলাস ও তাক্বওয়ার স্থান। সুতরাং কোনো খাঁটি মুমিনের অন্তরে ঈমান-তাক্বওয়া ও হিংসা-বিদ্বেষ কখনো একত্র হতে পারে না। এ জন্যই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আনাস রা.কে বলেছেন,

হে বৎস! কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা ব্যতীত তুমি যদি সকাল-সন্ধ্যা অতিবাহিত করতে (জীবন কাটাতে) সক্ষম হও, তাহলে তাই করো।

10. বিদ্বেষের আরেকটি দিক

বিদ্বেষের অবশ্য আরেকটি দিক আছে, যেটা নিন্দনীয় নয় মোটেও। বরং শরীয়তের দৃষ্টিতেই তা খুবই পছন্দনীয়। সেটার শিরোনাম দেয়া যায়-'আলহুব্বু ফিল্লাহ ওয়াল বুগযু ফিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর জন্যেই ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্যেই বিদ্বেষ। দ্বীনের জন্যে, আল্লাহ তাআলার জন্যে কেউ যদি কারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাহলে তা পুরস্কারযোগ্যও। আল্লাহ তাআলার হুকুম যারা হরহামেশা অমান্য করে চলে, যারা তাঁর অবাধ্য, সাধারণ মুসলমানদের ঈমানের পথে আমলের পথে যারা বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাদের প্রতি মুমিন বান্দার অন্তরে বিদ্বেষ থাকাই স্বাভাবিক। এ বিদ্বেষ ঈমানের দাবি। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ أَحَبّ لِلّهِ وَأَبْغَضَ لِلّهِ وَأَعْطَى لِلّهِ وَمَنَعَ لِلّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَان .َ

যে আল্লাহর জন্যেই ভালোবাসে, আল্লাহর জন্যেই বিদ্বেষ পোষণ করে, আল্লাহর জন্যেই দান এবং আল্লাহর জন্যেই দান থেকে বিরত থাকে, সে তো ঈমানকে পূর্ণ করে নিল। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৮৩

11.শায়খ এবং মুরুব্বীর প্রয়োজনীয়তা

মুফতি তাকি উসমানি বার বার বলে থাকেন যে, আত্মিক যত প্রকার রোগ-বিমার এবং গোনাহ রয়েছে সেগুলো থেকে বেঁচে থাকার আসল চিকিৎসা হল কোন চিকিৎসকের নিকট নিজকে সোপর্দ করা। কারণ কোন চিকিৎসক একবার রোগীকে কাছে বসিয়ে খুব ভাল করে বলে দিল, জ্বরের হাকীকত বা প্রকৃত
অবস্থা কি? কি কি কারণে জ্বর আসে। এর চিকিৎসা কি? এখন সে রোগী জ্বরে আক্রান্ত হলে সে কি চিকিৎসকের কথাগুলো স্মরণ করে নিজেই সে অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করে দিবে? নিশ্চয় সে তা করবে না। কারণ একই রোগের লক্ষণ একেক সময় একেক ধরনের হয়ে থাকে এবং ঔষধ নির্বাচন করতেও ভুল হয়ে যেতে পারে। ফলে কোন

চিকিৎসকের শরনাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন পড়ে। আত্মিক রোগের ব্যাপারটিও এমনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রিয়া, হিংসা, বিদ্বেষ এবং অহংকার প্রভৃতি রোগের হাকীকত বা প্রকৃত অবস্থা আপনি খুব ভাল করে শুনে নিয়েছেন। কিন্তু যখন কেউ এসবের কোন একটাতে আক্রান্ত হয়ে যাবে, তখন তার জন্য উচিত হবে এমন কোন চিকিৎসকের নিকট নিজকে সোপর্দ করা, যিনি নিজের এবং অপরের চিকিৎসা করতে সক্ষম। তার নিকট নিজের অবস্থা খুলে বলতে হবে। বলতে হবে, আমার মনে এই ধরনের কল্পনা এবং ওসওয়াসা আসে, এর চিকিৎসা কি? তারপর তিনি সঠিক ঔষধ নির্বাচন করে দিবেন।

অনেক সময় এমন হয় যে, মানুষ নিজকে রোগাক্রান্ত মনে করে; কিন্তু মূলত: সে রোগী নয়। আবার অনেকে নিজকে রোগমুক্ত মনে করে, কিন্তু বাস্তবে সে রোগাক্রান্ত। আবার অনেক সময় যে রোগের জন্য যে ঔষধটি উপকারী, সেটা প্রয়োগ না করে অন্য ঔষধ ব্যবহার করে থাকে। এ জন্য আসল কথা হল, কোন শায়খ বা মুরব্বীর নিকট নিজকে সোপর্দ করে নিজের সকল অবস্থা খুলে বলত হবে অত:পর তার বাতানো ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আমল করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِين

রেফারেন্স : https://www.alkawsar.com/bn/article/3430/
https://www.alkawsar.com/bn/article/2045/
https://www.alkawsar.com/bn/article/502/

বই: হিংসা পতনের মূল
সংযোজিত গীবত একটি জঘন্য গুনাহ
লেখক : মুফতি তাকি উসমানি
রূপান্তর : হাফেজ মাওলানা শাব্বির আহমেদ শিবলী